অনুভূতির মাত্রার স্তরের তা যুক্ত হয়। 'প্রীতি' শব্দের অর্থ প্রেম বা ভালোবাসা; কিন্তু বর্তমানে শব্দটি অনুষঙ্গ হয়ে পিরীতি হয়েছে এবং এর অর্থ হিসেবে অবৈধ প্রেমকে বোঝানো হয়।

৩. অর্থপ্রসার: (Expansion of meaning)

শব্দের পূর্বে যে অর্থ ছিল অর্থাৎ শব্দটির দ্বারা যে বস্তু বা ভাবকে বোঝাত, বর্তমানে যদি তার থেকে বিস্তৃত বা ব্যাপক ভাবকে বোঝায় তবে শব্দটির অর্থের প্রসার ঘটেছে বলা হয়। যেমন—'কালি' শব্দের অর্থ ছিল কালো রং; কিন্তু এখনকার কালি বলতে যে কোন রংকেই বোঝায়। বাংলায় 'পরশু' শব্দ সংস্কৃত 'পরশ্ব' শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ ছিল আগামী কালের পরদিন। কিন্তু বাংলায় গতকালের পরদিনকেও বোঝানো হয়। সংস্কৃত 'গঙ্গা' শব্দটি থেকে আগত 'গাঙ' বলতে এখন যে কোনো নদীকেই বোঝানো হয়। দেশের নাম থেকেও শব্দের অর্থ প্রসার ঘটে থাকে। যেমন - বাতাভিয়া দেশে উৎপন্ন একটি ফলের নাম বাতাবী। চীন থেকে চিনি, মিশর থেকে মিছরি, ভোট বা ভূটান থেকে ভোট (কম্বল)। গুরুদাস নামটি ব্যক্তি নাম ছাড়িয়ে আজ কেবল ভিখারী মাত্রই বোঝায়। বিভীষণ, মীরজাফর নামগুলি ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করে যে কোনো বিশ্বাসঘাতক বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

৪. অর্থসংকোচ (Contraction of meaning):

পূর্বে শব্দের যে অর্থ ছিল অর্থাৎ শব্দটির দ্বারা যে বস্তু বা ভাবকে বোঝাত, বর্তমানে যদি তা আরও সঙ্কীর্ণতর বস্তু বা ভাবকে বোঝায় তবে অর্থ সংকোচ ঘটে। যেমন - 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ ছিল যে কোনো ধরনের আলো; কিন্তু বর্তমানে এক বিশেষ ধরনের আলোকে বোঝায়। সংস্কৃত 'পর্ণ' শব্দ থেকে আগত পান - এক বিশেষ ধরনের পাতাকে বোঝানো হয়। তেমনি 'অন্ন' শব্দের অর্থ ছিল যে কোনো খাদ্য; কিন্তু এখন তা কেবল ভাতকে